**বাংলাদেশ-ত্রিপুরা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক**

ভাষণ

**শেখ হাসিনা**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আগরতলা, ত্রিপুরা, ২৯ পৌষ ১৪১৮, ১২ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

বাংলাদেশ ও ভারতের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম and a very good Morning to you all.

বাংলাদেশ এবং ভারতের, বিশেষ করে ত্রিপুরার, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের আজকের এ সভায় উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে ২০১০ সালে আমার দিল্লি সফর এবং গত বছর সেপ্টেম্বরে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এর ঢাকা সফরের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার মধ্যে বন্ধুত্বের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, জাতিসত্ত্বা এবং মূল্যবোধও প্রায় একই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরাবাসী এই বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করেছেন। বাংলাদেশের লাখ লাখ উদ্বাস্তকে এ রাজ্যের মানুষ আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান দিয়ে অসহায় মানুষের সাহায্য করেছেন। আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা চিরদিনের জন্য শায়িত আছেন এ ত্রিপুরার মাটিতে।

বাংলাদেশ এবং ভারতের বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জনগণের ভাগ্য একই সুতায় গাঁথা। বিভিন্ন কারণে আমাদের এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও দারিদ্র্য সীমার নীচে। আমি মনে করি দারিদ্র্যই আমাদের এ অঞ্চলের প্রধান শত্রু।

সেজন্য মানুষের জীবনমান উন্নয়নই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ লক্ষ্য অর্জন সম্মিলিতভাবে করতে হবে। আমরা উভয় দেশ একযোগে কাজ করলে, এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা অনেকটা সহজ হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দুই দেশের পারস্পরিক কল্যাণের জন্য আমাদের সামনে এক চমৎকার সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সুযোগ যাতে বিফলে না যায়।

আপনারা জানেন, ভারতের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এবং আমি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এরফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অমীমাংসিত সীমানা নির্ধারণ, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

আমার দিল্লী সফরের সময় এবং ড. মনমোহন সিং-এ ঢাকা সফরকালে যৌথ বিবৃতিতে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সড়ক, রেল, জল এবং আকাশপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এবং নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাদের মনে আছে, ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঢাকা থেকে কলকাতা ও আগরতলার মধ্যে সরাসরি বাস চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলাম।

মংলা এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে ভারতে মালামাল পরিবহনের জন্য ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আখাউড়া-আগরতলা হয়ে ত্রিপুরায় কার্গো পরিবহনের জন্য আশুগঞ্জ নৌ বন্দর ব্যবহারেরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই পথে আপনাদের পালাটানা বিদ্যুত কেন্দ্রে কার্গো পরিবহনের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে।

এজন্য আমরা আখাউড়া-আগরতলার মধ্যে রেল সংযোগ স্থাপন এবং ফেনী নদীর ওপর সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়া সাগরোম-রামগড় পয়েন্টে একটি নতুন স্থল শুল্কবন্দর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য অসমতা একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ভারতের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক দেশ। বাংলাদেশ ভারত থেকে বছরে ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য আমদানি করে। আর ভারতে রপ্তানি মাত ২৫০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। এই বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ভারত প্রথমে ৪৬ ধরনের বস্ত্রপণ্যের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করে। পরবর্তীকালে সাফটার আওতায় সকল ধরনের পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়। এরফলে প্রতিযোগিতামূলক দামে বাংলাদেশের পণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি ত্রিপুরার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ থেকে অধিকহারে পণ্য আমদানির অনুরোধ জানাচ্ছি। পাশাপাশি ভারতের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে আরও বেশি করে বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে উভয় দেশের জনগণ লাভবান হয়। আমি আশা করছি, আমার সফরসঙ্গী বাংলাদেশের ব্যবসায়ী নেতৃবন্দ ভারতের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হবেন।

শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ছাড়াও আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধাসমুহ দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছি। দুই দেশের স্থলবন্দর এবং স্থলশুল্ক বন্দরের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আমাদের দুই দেশের  কর্মকর্তারা কাজ করছেন।

বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্তে হাট বসানোর ব্যাপারেও আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এরফলে উভয় দেশের উৎপাদনকারীরা ন্যায্যমূল্যে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতার বিশাল ক্ষেত্র বিদ্যমান। আমি এখানে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করলাম। আমরা ত্রিপুরা থেকে সরাসরি অথবা যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কিনতে আগ্রহী। তথ্য-প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ খাতেও আমাদের মধ্যে সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আমি উভয় দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এসব সম্ভবনাকে বাস্তবে রূপদানের আহবান জানাচ্ছি।

সত্যিকার সহযোগিতা তখনই সম্ভব যখন রাজনৈতিক সদ্বিচ্ছা থাকে। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে এই রাজনৈতিক সদ্বিচ্ছা বিদ্যমান। আমি আশা করি, আমাদের এই রাজনৈতিক ইচ্ছাকে সদ্বিচ্ছায় পরিণত করতে দু'দেশের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এগিয়ে আসবেন। যাতে বাংলাদেশ এবং ভারতের বিশেষ করে ত্রিপুরার জনগণ লাভবান হয়। সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চিরজীবী হোক।

...